২২/৩/২০০১

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা . . কলাম... ... .

শিক্ষা সচিবের কথায় ২ ভিসিকে সরিয়ে লতিফুর বিব্রত

সাইদ ইসলাম : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির অপসারণের পর উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার উদ্বিগ্ন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তার কারসাজিতে এ দুটি পদে পরিবর্তন করায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার তিনি শিক্ষা সচিবসহ কয়েকজন উপদেষ্টার সঙ্গে এ বিষয়ে টেলিফোনে আলাপ করেছেন বলে জানা গেছে।

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, উক্ত দুজন ভিসির সঙ্গে নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো সংশ্লিষ্টতা না থাকার পরও তাদের অপসারণের বিষয়টিকে প্রধান উপদেষ্টা যথার্থ মনে করছেন না। বিশেষ করে পত্রিকায় ভিসিদের অপসারণের খবর ছাপা হওয়ার পর শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিভিন্ন আপত্তিকর স্লোগান এবং প্রধান উপদেষ্টার কুশপুত্তলিকা দাহ করার পর লতিফুর রহমান বেশ বিব্রত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য এবং শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি মোঃ শাহাত উল্লাহকে অপসারণের পেছনে যে ব্যক্তি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তিনি হচ্ছেন শিক্ষা সচিব শহীদুল আলম। তিনি উক্ত দুজন ভিসিকে অপসারণ করার বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশাসন সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটিকে বিতর্কিত নোট দিয়েছেন বলে জানা গেছে। ওই নোটে দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য এবং মোঃ শাহাত উল্লাহকে আওয়ামী লীগের একনিষ্ঠ সমর্থক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, শিক্ষা সচিব থেকে নোট পাওয়ার পর উপদেষ্টা কমিটি উপরোক্ত দুজন ভিসিকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নেয়। এ বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে কমিটির কেউ আলোচনা করেননি বলেও ওই সূত্র জানায়।

প্রসঙ্গত, গত রোববার শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাদের ভিসিকে অপসারণ করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে যে মিছিল বের করে তাতে প্রধান উপদেষ্টার বিরুদ্ধে বিভিন্ন আপত্তিকর স্লোগান দেয়। এ ছাড়া ছাত্ররা প্রধান উপদেষ্টার ছবির পাশে রাজাকার শব্দ লিখে তা পুড়িয়েছে। এ ছাড়া পুলিশ ছাত্রদের মিছিলে লাঠিচার্জ ও কাঁদনে গ্যাস নিক্ষেপ করে।

প্রধান উপদেষ্টা লতিফুর রহমান উপরোক্ত ঘটনা শোনার পর এ সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছেন। বিশেষ করে শিক্ষা সচিব শহীদুল আলম সম্পর্কে

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

শিক্ষা সচিবের কথায়

● প্রথম পাতার পর

গতকাল মঙ্গলবার তিনি বিভিন্ন মাধ্যম থেকে তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

এদিকে কয়েকজন সচিবের সঙ্গে উপরোক্ত বিষয়ে আলাপ করলে তারা ভোরের কাগজকে জানান, শহীদুল আলমের সঙ্গে একটি প্রতিক্রিয়াশীল দলের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণেই তিনি ওই দুজন ভিসিকে পরিবর্তনের বিষয়ে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ বিষয়ে তদন্ত করলে উপরোক্ত সত্য বেরিয়ে আসবে বলে তারা উল্লেখ করেন।